ছায়া মহামারী: গার্হস্থ্য সহিংসতার সমস্যা

শ্যামশ্রী রায়
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা সরকারি জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন, পশ্চিমবঙ্গ

কোভিড-১৯ মহামারী আমাদের জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং এটি অপ্রত্যাশিত উপায়ে মানব ক্রিয়াকলাপের সমস্ত সেক্টরকে প্রভাবিত করেছে। বিশ্বের নারীরা এই কঠিন সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গৃহস্থালির অতিরিক্ত কাজ পরিচালনা থেকে শুরু করে অতিরিক্ত শিশু যত্নের দায়িত্ব থেকে বন্ধ দরজার আড়ালে ঘরোয়া ও যৌন হিংসতার শিকার হওয়া পর্যন্ত। যদিও ভারতে গার্হস্থ্য হিংসতার ঘটনাগুলি সর্বদাই প্রবল হয়েছে, মহামারী চলাকালীন বেকার স্বামী/সঙ্গীদের সাথে বসবাস, মদ্যপ সঙ্গীদের সহ্য করা এবং চরম শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতন সহ্য করার কারণে এটি রেকর্ড ব্রেকিং নম্বরে বেড়েছে। লকডাউন পর্বে আদালত বন্ধ থাকার কারণে এবং সামাজিক কলঙ্ক ও নির্যাতনের ভয়ে বেশিরভাগ মামলাই রেকর্ড করা হয়নি। শহুরে নারীদের পাশাপাশি ভারতের গ্রামীণ নারীরা সহিংসতা ও মানসিক নির্যাতনের মতো অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার হয়েছে যা আগে কখনো শোনা যায়নি।

ভারতের প্রধান শহরগুলির উপকণ্ঠে বসবাসকারী বেশিরভাগ গ্রামীণ মহিলারা মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহকর্মী, বাবুর্চি, আয়া হিসাবে কাজ করা থেকে শুরু করে চাকুরী বা কায়িক চাকরী খোঁজার জন্য শহরে আসে। এই নারীদের বেশিরভাগই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই নিরক্ষর, সম্পূর্ণ আর্থিক সংকটে থাকা দরিদ্র পরিবারের অন্তর্গত এবং প্রায় সব নারীর মধ্যে একটি জিনিস মিল রয়েছে - তারা বেশিরভাগই পারিবারিক সহিংসতার শিকার এবং মানসিক, এবং শারীরিক নির্যাতনের অমানবিক মাত্রার সম্মুখীন হয়েছে তাদের স্বামী/পরিবারের সদস্যদের বা তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের হাতে। লকডাউনের সময়কালে এটি বৃদ্ধি পেয়েছে যখন মহিলারা তাদের আপত্তিজনক স্বামীদের সাথে বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী ছিল। লকডাউন চলাকালীন, কর্মসংস্থানের অভাব এবং চাকরি হারানোর সাথে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা হীনতার কারণে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা প্রায়ই সহিংসতার আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে, বেকার বা আর্থিকভাবে অসচ্ছল নারীদের তুলনায় পরিবারে চাকরিরত নারীরা অর্থনৈতিক ভাবে সুরক্ষিত। যে মহিলারা অর্থনৈতিক ভাবে সুরক্ষিত ণয়, তারা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে সহিংসতা এবং নির্যাতনের বেশী শিকার হন। এছাড়া বৈবাহিক ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার ঘটনাও বেড়েছে।

ভারতে গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন থেকে নারীর সুরক্ষা, 2005-এ, (Protection of Women from Domestic Violence Act in India , 2005) আইনের ধারা 3 দ্বারা গার্হস্থ্য সহিংসতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে - "any act, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it harms or injures or endangers the health, safety, life, limb

Society Language and Culture

or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse; or harasses, harms, injures or endangers the aggrieved person to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property or valuable security; or has the effect of threatening the aggrieved person or any person related to her by any conduct mentioned in clause (a) or clause (b); or otherwise injures or causes harm, whether physical or mental, to the aggrieved person."

অর্থ "কোনও কাজ, বাদ দেওয়া বা উত্তরদাতার কমিশন বা আচরণ যদি তা পারিবারিক সহিংসতা গঠন করে:

1. ক্ষতিগ্রস্থ বা আহত বা বিপন্ন করে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জীবন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা মঙ্গল, মানসিক বা শারীরিক হোক না কেন, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির বা এটি করার প্রবণতা এবং শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, মৌখিক এবং মানসিক নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক অপব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত ; বা

2. কোনো যৌতুক বা অন্যান্য সম্পত্তি বা মূল্যবান নিরাপত্তার জন্য কোনো বেআইনি দাবি পূরণের জন্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে তাকে বা তার সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনো ব্যক্তিকে হয়রানি, ক্ষতি, আঘাত বা বিপন্ন করে; বা

3. দফা (ক) বা ধারা (বি) এ উল্লিখিত কোনও আচরণ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তার সাথে সম্পর্কিত যে কোনও ব্যক্তিকে হুমকি দেওয়ার প্রভাব রয়েছে; বা

4. অন্যথায় আহত ব্যক্তিকে শারীরিক বা মানসিক, আঘাত করে বা ক্ষতি করে।"

জাতিসংঘের(United Nations) মতে, বয়স, জাতি, লিঙ্গ, যৌন প্রবণতা, ধর্ম বা শ্রেণি নির্বিশেষে যে কেউ পারিবারিক সহিংসতার শিকার হতে পারে। গার্হস্থ্য নির্যাতনের শিকারদের মধ্যে একটি শিশু বা অন্যান্য আত্মীয় বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। গার্হস্থ্য অপব্যবহার সাধারণত ডেটিং বা পারিবারিক সম্পর্কের একজন অন্তরঙ্গ অংশীদারের প্রতি আপত্তিজনক আচরণের একটি প্যাটার্ন হিসাবে প্রকাশিত হয়, যেখানে অপব্যবহারকারী শিকারের উপর শক্তি এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে।

কোভিড 19 গার্হস্থ্য সহিংসতার ঘটনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। মাদক ও অ্যালকোহলের অপব্যবহারে ভোগা পরিবারগুলো নারীদের দুর্দশাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। পুরুষরা প্রায়শই স্ত্রী এবং শিশুদের উপর আকস্মিক এবং সহিংস ক্রোধের অবলম্বন করে যখন প্রভাবে / অ্যালকোহল বা অন্যান্য পদার্থের অভাব হয় এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং নিরাপত্তাহীনতার চাপ সমস্যাটিকে বাড়িয়ে তোলে। বিশ্বব্যাপী প্রতি তিনজনের একজন নারী শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয় এবং এই মহামারী পরিস্থিতিকে আরও

Society Language and Culture

খারাপ করে তুলেছে। এটি এক ধরণের "ছায়া মহামারী"(shadow pandemic) যা ক্রমবর্ধমান হচ্ছে এবং আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

একটি অল্পবয়সী গ্রামের মুসলিম মেয়ের দ্বারা ভাগ করা শারীরিক এবং যৌন নির্যাতনের এমন একটি গল্প শুধুমাত্র অন্যান্য গ্রামীণ দরিদ্র এবং নিরক্ষর মহিলাদের দুর্দশা প্রকাশ করে। সায়মা খাতুন পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় বসবাসকারী ২৩ বছর বয়সী একজন মুসলিম মেয়ে। সে ১৩ বছর বয়সে তার নিজের দূরবর্তী ভাগ্নেকে বিয়ে করেছিল এবং এখন সে ৪ বছর বয়সী ছেলের মা। তার স্বামী জামা সেলাইএর চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে কাজ করত এবং লকডাউনের সময় সে তার চাকরি হারায়। লকডাউন পর্বে স্বামীর হাতে অমানবিক নির্যাতন ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন সায়মা। শারীরিক সহিংসতা থেকে শুরু করে মানসিক, এবং মৌখিক লাঞ্ছনা, এমনকি তাকে কয়েকদিন ধরে খাবার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন সব দেখেছে, তবুও তারা তাকে কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারেনি। সায়মার স্বামী একজন নিয়মিত জুয়াড়ি এবং মাদকাসক্ত ছিল। একদিন, যখন সাইমা জানতে পারল যে তার স্বামী জুয়া খেলতে গিয়ে তাকে এক ব্যক্তির কাছে বন্ধক রেখেছে, তখন সে কীটনাশক এবং কেরোসিন পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সৌভাগ্যক্রমে তার প্রতিবেশীরা তাকে রক্ষা করেছিলেন যারা তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। সাইমা অবশেষে নিকটস্থ থানায় তার নিপীড়নকারী স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে এবং এর পরেই বিবাহবিচ্ছেদ দায়ের করে। একবার লকডাউন উঠে গেলে, সে তার গ্রাম থেকে পালিয়ে চাকরির সন্ধানে কলকাতায় আসে। সে কলকাতার শহুরে অংশে মধ্যবিত্ত পরিবারের একটিতে গৃহপরিচারিকার কাজ শুরু করে। সে অত্যন্ত স্বস্তি পেয়েছিল যে সে তার নিপীড়নকারী স্বামীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ নিতে পেরেছিলএবং এখন নিজে থেকে জীবিকা অর্জন করতে পারে এবং শহরে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। সে প্রায়ই মাসে একবার তার ছেলের সাথে দেখা করতে যায় যে এখন তার মায়ের অভিভাবকত্বের অধীনে রয়ে। এই গল্পটি অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। এরম অনেক যুবতী অসহায় মহিলা রয়েছে যারা অমানবিক ঘরোয়া ও শারীরিক সহিংসতার শিকার হয় এবং মহামারী তাদের জন্য পরিস্থিতিকে আরও অসহনীয় করে তুলেছিল। এই ধরনের মহিলারা প্রায়শই শহরে আসে এবং শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারে কাজের মেয়ে, গৃহকর্মী বা আয়া হিসাবে কাজ করে এবং তারা তাদের শহরে তাদের নিপীড়নকারী স্বামীদের সাথে থাকার চেয়ে জীবিকা নির্বাহের কাজ অনেক ভাল।

ভারতীয় মহিলারা লকডাউনের প্রথম চার ধাপে গার্হস্থ্য সহিংসতার বেশি ঘটনা রিপোর্ট করেছে এবং গত দশকে রিপোর্ট করা মামলার তুলনায় রেকর্ড সংখ্যা। ভারতের ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন কমিশনে দাখিল করা গার্হস্থ্য সহিংসতার রিপোর্টের সংখ্যা 2019 সালে 2,960 থেকে 2020 সালে 5,297-এ উন্নীত হয়েছে। এই প্রবণতা এই বছরও অব্যাহত রয়েছে। লকডাউন আরোপিত হওয়ার পরপরই, NCW শুধুমাত্র গার্হস্থ্য সহিংসতার অভিযোগ রিপোর্ট করার জন্য একটি ডেডিকেটেড হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করেছে । NCW অনুসারে, এপ্রিল 2020 থেকে এখন পর্যন্ত, মহিলাদের বিরুদ্ধে 25,886টি অপরাধের রিপোর্ট করা

Society Language and Culture

হয়েছে, যার মধ্যে 5865টি অভিযোগ ছিল গার্হস্থ্য সহিংসতার। NCW 2020 সালে ছয় বছরে মহিলাদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক সংখ্যক অভিযোগ পেয়েছে 23,722 যার মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ ছিল গার্হস্থ্য সহিংসতার।

গার্হস্থ্য সহিংসতার ক্ষেত্রে, অপরাধীরা প্রধানত পুরুষ। পুরুষরাও গার্হস্থ্য সহিংসতার সম্মুখীন হয়, কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, গার্হস্থ্য সহিংসতা সাধারণত মহিলাদের সাথে যুক্ত। অনলাইন সংবাদপত্রের নিবন্ধগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ, অ্যালকোহল সেবন, বেকারত্ব, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং হতাশা অপরাধীদের উদ্দেশ্য হিসাবে দেখা হয়। অনেক গবেষণায় উপসংহারে এসেছে যে অ্যালকোহল গার্হস্থ্য সহিংসতা সৃষ্টি করে না, তবে এটি গার্হস্থ্য সহিংসতার অপরাধীদের জন্য একটি অবদানকারী কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। COVID-19-এর সময়, অ্যালকোহল স্বল্পতার কারণে অনেক লোক অ্যালকোহল প্রত্যাহারের লক্ষণগুলি অনুভব করেছিল। প্রত্যাহারের লক্ষণগুলি মানসিক এবং শারীরিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সহিংসতা তাদের মধ্যে একটি হতে পারে। এটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে মদ্যপান বা মদ্যপান থেকে বিরত থাকা গার্হস্থ্য সহিংসতার কারণ হতে পারে।

পরবর্তী উসকানির কারণ ছিল বেকারত্ব। চাকরি হারানো এবং পরবর্তীতে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা নারী ও শিশুদের উপর সহিংসতার অন্যতম প্রধান কারণ। বেকারত্বের এই ঊর্ধ্বগতি, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার সাথে মিলিত হতে পারে গার্হস্থ্য সহিংসতার উৎস। লকডাউন পর্বে মহিলাদের দৃশ্যমানতা এবং প্রাপ্যতার কারণে নারীরাও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। সামাজিক দূরত্বের আদেশ এবং ভাইরাসের দ্রুত বিস্তারের সাথে, অনেক নারী আশ্রয়কেন্দ্র গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকারদের বসাতে অক্ষম হয়েছে। মহামারীটির ফলে অনেক নারী সম্ভাব্ অপরাধিদের কাছাকাছি থেকেছে যার ফলস্বরূপ, বিশ্বব্যাপী মামলার সংখ্যা বেড়েছে। স্কুল এবং অন্যান্য দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলি বন্ধ করার ফলে তাদের সন্তান এবং বৃদ্ধ পিতামাতার দেখাশোনা করা মহিলাদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়েছে যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করেছে। ভারসাম্যপূর্ণ কাজ, বেবিসিটিং, অনলাইন ক্লাস তত্ত্বাবধান, রান্না এবং পরিষ্কারের সাথে যুক্ত অতিরিক্ত চাপ মহিলাদের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার অবনতির দিকে পরিচালিত করেছে।

তবে, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য কিছু কার্যকর উপায় রয়েছে। জাতিসংঘ যেমন গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকারকে সাহায্য করার জন্য কিছু দরকারী উপায় তালিকাভুক্ত করেছে: যেমন-

• নির্যাতিত ব্যক্তির কথা শুনুন এবং বিশ্বাস করুন যাতে তাদের জানানো হয় যে সে একা নয়।

• ক্ষেত্রের একজন পেশাদারের সাথে সংযোগ করতে তাকে/তাকে একটি গোপনীয় হটলাইনের মাধ্যমে সহায়তা চাইতে উৎসাহিত করুন।

• তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করুন, সমর্থন দেখান এবং উপলব্ধ সংস্থানগুলিতে রেফারেল অফার করুন।

Society Language and Culture

• যদি আপনার সাথে সরাসরি যোগাযোগ না করা হয় তবে আপনার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে একজন সহকর্মী আপত্তিজনক সম্পর্কের মধ্যে থাকতে পারে, আপনার সংস্থার কাউন্সেলিং বা ন্যায়পাল অফিসের সাথে পরামর্শ করুন।

আপনি বা আপনার পরিবারের সদস্যরা সহিংসতার সম্মুখীন হলে পদক্ষেপ নিতে হবে:

আপনি যদি সহিংসতার সম্মুখীন হন তবে আপনি এটি সহায়ক বলে মনে করতে পারেন:

• সাহায্যকারী পরিবার এবং বন্ধুদের কাছে পৌঁছানো যারা আপনাকে স্ট্রেস পরিচালনা করতে এবং খাদ্য সরবরাহ, শিশু যত্ন ইত্যাদি সহ বিভিন্ন দায়িত্বের সাথে মোকাবিলা করতে সহায়তা করতে সহায়তা করতে পারে।

• সহিংসতা বৃদ্ধি পেলে নিজের এবং আপনার সন্তানদের জন্য একটি নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করা। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সংখ্যা রাখা যাদেরকে আপনি কল করতে পারেন বা সাহায্যের জন্য যেতে পারেন; অ্যাক্সেসযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ নথি, টাকা, কিছু ব্যক্তিগত জিনিস আপনার সাথে নিতে হবে যদি আপনি অবিলম্বে চলে যেতে চান; এবং পরিকল্পনা করুন কিভাবে আপনি বাড়ি থেকে বের হতে পারেন এবং সাহায্য (যেমন পরিবহন, অবস্থান) অ্যাক্সেস করতে পারেন।

• গার্হস্থ্য নির্যাতনের হটলাইন, সমাজকর্মী, শিশু সুরক্ষা বা নিকটস্থ পুলিশ স্টেশন, আশ্রয়কেন্দ্র বা সহায়তা পরিষেবা যা অ্যাক্সেসযোগ্য সে সম্পর্কে তথ্য রাখা। বিচ্ছিন্ন হন যাতে আপনার সঙ্গী বা পরিবারের সদস্যরা খুঁজে না পায় এবং আপনি নিরাপদ থাকতে পারেন।

সুপরিকল্পিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কী কাজ করে তার ক্রমবর্ধমান প্রমাণ রয়েছে। 2019 সালে, WHO এবং UN Women 12 টি অন্যান্য UN এবং দ্বিপাক্ষিক সংস্থার অনুমোদন সহ RESPECT Women প্রকাশ করেছে - নীতি নির্ধারকদের লক্ষ্য করে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের একটি কাঠামো। সম্মানের প্রতিটি চিঠি সাতটি কৌশলের একটিকে বোঝায়: সম্পর্কের দক্ষতা জোরদার করা; নারীর ক্ষমতায়ন; সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে; দারিদ্র্য হ্রাস; সক্ষম পরিবেশ (স্কুল, কাজের জায়গা, পাবলিক স্পেস) তৈরি করা হয়েছে; শিশু ও কিশোরী নির্যাতন প্রতিরোধ; এবং পরিবর্তিত মনোভাব, বিশ্বাস এবং নিয়ম। যাইহোক, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং সরকারী পর্যায়ে নীতির উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন যা লিঙ্গ সমতাকে উন্নীত করে টেকসই পরিবর্তন অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য সম্পদ বরাদ্দ করা এবং একটি সঠিক প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং নারী অধিকার সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করাও অপরিহার্য।

References

Shah, Vandana (2020), "Divorce, Law, Order and Justice", The Leaflet, India, 19 April, 2020

Society Language and Culture

Radhakrishnan V., Sen S., Singaravelu N., (2020), "Data: Domestic violence complaints at a 10-year high during COVID-19 lockdown", The Hindu, 22 June, 2020.

Domestic violence complaints against women spiked in year of lockdown: NCW data", Hindustan Times, 25 March, 2021.

Akshaya Krishnakumar and Shankey Verma , "Understanding Domestic Violence in India During COVID-19: a Routine Activity Approach", Asian J Criminol, March 10, 2021.

Basu, S. (2020),' *A parallel pandemic as domestic abuse victims trapped with their abusers.*', The Hindu, June 25, 2020, https://www.thehindu.com/society/covid-19-lockdown-domestic-abuse-victims-trapped-with-abusers/article31388228.ece.

United Nations on " Covid 19 Response- What is Domestic Abuse ?" https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse

United Nations on "Covid 19 Response – Domestic Abuse - How to Respond?", https://www.un.org/en/coronavirus/domestic-abuse

World Health Organization. Factsheet on 'Violence Against Women', March 9, 2021.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

Note- The story of the young girl , Saima (name changed) is based on a true story .

References

শাহ, বন্দনা (2020), "ডিভোর্স, ল, অর্ডার অ্যান্ড জাস্টিস", দ্য লিফলেট, ভারত, 19 এপ্রিল, 2020

রাধাকৃষ্ণান ভি., সেন এস., সিঙ্গারাভেলু এন., (2020), "ডেটা: কোভিড-19 লকডাউনের সময় 10 বছরের উচ্চতায় গার্হস্থ্য সহিংসতার অভিযোগ", দ্য হিন্দু, 22 জুন, 2020।

লকডাউনের বছরে মহিলাদের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য সহিংসতার অভিযোগ বেড়েছে: NCW ডেটা", হিন্দুস্তান টাইমস, 25 মার্চ, 2021।

অক্ষয় কৃষ্ণকুমার এবং শ্যাঙ্কি ভার্মা, "COVID-19 চলাকালীন ভারতে ঘরোয়া সহিংসতা বোঝা: একটি রুটিন অ্যাক্টিভিটি অ্যাপ্রোচ", এশিয়ান জে ক্রিমিনোল, 10 মার্চ, 2021।

বসু, এস. (2020), 'একটি সমান্তরাল মহামারী যেমন গার্হস্থ্য নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা তাদের অপব্যবহারকারীদের সাথে আটকা পড়ে।', দ্য হিন্দু, 25 জুন, 2020,

Society Language and Culture

https://www.thehindu.com/society/covid-19-lockdown-domestic -অপব্যবহার-ভিকটিম-ট্র্যাপড-সাথ-অ্যাবউজার্স/article31388228.ece.

জাতিসংঘ "কোভিড 19 প্রতিক্রিয়া- গার্হস্থ্য অপব্যবহার কি?" https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse

জাতিসংঘ "কোভিড 19 প্রতিক্রিয়া - ঘরোয়া অপব্যবহার - কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হয়?", https://www.un.org/en/coronavirus/domestic-abuse

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা. 'নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা' বিষয়ক তথ্যপত্র, 9 মার্চ, 2021।

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

(উল্লেখ্য- তরুণী সায়মা (নাম পরিবর্তিত) এর গল্পটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত।)

Society Language and Culture